

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়  
জাহাজ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয় : 'নৌপরিবহন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩' এর খসড়া অনুমোদন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ মোস্তফা কামাল  
সচিব  
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়  
সভার তারিখ : ০৫-০৬-২০২৩ খ্রি.  
সময় : বেলা ২:৩০ ঘটিকা  
স্থান : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

সভাকক্ষে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম, (ই), বিএসপি, এনইউপি, বিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, বিএন সভাকে অবহিত করেন, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালার কার্যকারিতা না থাকায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদন করা প্রয়োজন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব শাহাদাত হোসেন সরকার 'নৌপরিবহন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩' এর খসড়া উপস্থাপন করেন।

০২। সভায় খসড়া নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিষয়ে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১।	সভায় নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সরকার জানান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া নিয়োগ বিধিমালায় নৌ-বাণিজ্য দপ্তর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের জন্য একক নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তাই "নৌপরিবহন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩" এ নৌ-বাণিজ্য দপ্তরের পদসমূহ নিয়ে একক নিয়োগ বিধিমালা করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	নৌপরিবহন অধিদপ্তরের অধীনস্থ "নৌ-বাণিজ্য দপ্তর" এর পদসমূহ নিয়ে "নৌপরিবহন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩" প্রণয়ন করতে হবে।
২।	সভায় নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সরকার জানান, সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক বিগত ১৫ মে, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক তার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধনী) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় প্রস্তাবিত বিধিমালার রহিতকরণ ও হেফাজত (ধারা ৮) ধারা সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যেহেতু নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও আওতাধীন অফিসসমূহের নিয়োগ বিধিমালা ১৫ মে, ২০১১ তারিখ হতে বাতিল বলে গণ্য, সেহেতু উক্ত নিয়োগ বিধিমালাসমূহের আওতায় তৎপরবর্তী সময়ে কৃত কার্যসমূহের বৈধতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নিয়োগ বিধিমালা '১৫ মে, ২০১১ হতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে' মর্মে নিয়োগ বিধিমালার ধারা ১ (শিরোনাম ও প্রবর্তন) অংশে শর্ত সংযোজন করা প্রয়োজন।	প্রস্তাবিত নিয়োগ বিধিমালার অনুচ্ছেদ (১)-এর শিরোনাম ও প্রবর্তন এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ "ইহা ১৫ মে, ২০১১ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।" বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। পাশপাশি অনুচ্ছেদ-৮ এ বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালাসমূহ প্রবর্তনের তারিখ অনুযায়ী রহিতকরণ ও হেফাজত সংশোধন করতে হবে।
৩।	সভায় নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সরকার খসড়া নিয়োগ বিধিমালা ২০২৩ এ 'ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এন্ড রেজিস্ট্রার অব ইনল্যান্ড শিপিং' পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা কি হবে আর পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা কি হবে তা সভায় উপস্থাপন করেন। তদপ্রেক্ষিতে সভাপতি জানান, যে সকল প্রার্থীগণ সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে প্রকৌশলী হিসেবে ডিগ্রি অর্জন করেছেন কেবল মাত্র তারা এ	'ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এন্ড রেজিস্ট্রার অব ইনল্যান্ড শিপিং' পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ বিধিতে অবশ্যই উক্ত পদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রিধারী প্রকৌশলীদের রাখতে হবে। সেইসাথে কোন যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা হ্রাস/বৃদ্ধি হলে তার



ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	পদে নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নেই তাদের এ পদে নিয়োগ দেওয়া সঠিক হবে না।	যথাযথ যৌক্তিকতা সুস্পষ্টভাবে খসড়া নিয়োগ বিধিতে উল্লেখ করতে হবে।
৪।	সভায় 'সিনিয়র আইন কর্মকর্তা' পদের নিয়োগ ও পদোন্নতির যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হলে সভাপতি বলেন, উক্ত পদে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই যেন কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা আইন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি থাকে। বিষয়টি নিয়োগ বিধিমালাতে উল্লেখ করতে হবে। অন্য বিষয়ে ডিগ্রি প্রাপ্তগণ এ পদে আসলে তারা সিনিয়র আইন কর্মকর্তার দায়িত্ব পরিচালনা করতে ব্যর্থ হবেন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	'সিনিয়র আইন কর্মকর্তা' পদে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা আইন বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে মর্মে বিষয়টি নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
৫।	সভাপতি বলেন, শূন্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে শূন্য পদ দ্রুত প্রেষণে/চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। কোনো পদ যাতে শূন্য না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। শূন্য পদ প্রেষণে/চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কারণে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী যাতে পদোন্নতিবঞ্চিত না হয়।	পদোন্নতিযোগ্য পদে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে/চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা যাবে মর্মে বিষয়টি নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং প্রেষণে/চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ থাকলেও পদোন্নতিবঞ্চিত করা যাবে না।
৬।	নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সরকার সভাকে জানান, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের 'ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার' পদটি ব্লক পদ। এ পদে কোন পদোন্নতি হয় না, পদটি জাতীয় বেতন স্কেল এর ৭ম গ্রেড এর পদ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সভায় জানানো হয় যে, কোনো পদই যেন ব্লক না থাকে সেভাবে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করতে হবে, ব্লক পদে যোগ্য প্রার্থীগণ চাকুরি করতে চান না। তাই 'ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার'/'সিনিয়র ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার' পদের নাম নিয়োগ বিধিতে উল্লেখ থাকলে ভবিষ্যতে তাকে উচ্চতর পদে পদোন্নতি দেওয়া যাবে।	'ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার' পদের নাম সংশোধন করে সেখানে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার'/'সিনিয়র ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার' উল্লেখ করে নিয়োগ বিধি সংশোধন করতে হবে।
৭।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) বলেন, অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদের কিছু পদ ১০ম গ্রেড আবার কিছু পদ ৯ম গ্রেড। তিনি অভিন্ন বেতন গ্রেড (৯ম গ্রেড) প্রদানের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদ কেন ১০ম গ্রেড রয়েছে তা জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান শুরু হতে ১০ম গ্রেড ও ৯ম গ্রেড এর দুটি পৃথক গ্রেড চালু রয়েছে। সভাপতি সহকারী পরিচালক পদে অভিন্ন বেতন গ্রেড রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। নিয়োগ বিধি প্রণয়ন এর কাজ সমাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন করে এ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর সহকারী পরিচালক পদের অভিন্ন বেতন স্কেল প্রদানের প্রস্তাব এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
৮।	সভাপতি সভাকে জানান যে, যে সকল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স সীমা সর্বোচ্চ ৩০ বছর এবং সে পদটি যদি এন্ট্রি পদ হয় তাহলে সে সকল পদে চাকুরির পূর্ব অভিজ্ঞতা চাওয়াটা অমানবিক হবে। নিয়োগ বিধির কোথাও এসব বিধি-বিধান উল্লেখ থাকলে তা সংশোধনের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	'নৌপরিবহন অধিদপ্তর (কর্মকর্তা/ কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩' এর কোনো পদে যদি এন্ট্রি পদে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছর উল্লেখ থাকে এবং উক্ত পদে চাকুরির পূর্ব অভিজ্ঞতার শর্ত থাকে এমন পদে প্রবেশের ক্ষেত্রে চাকুরির পূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয়টি শিথিল করে বিধিমালাটি সংশোধন করতে হবে।
৯।	নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সভায় জানান, পরিদর্শক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা সংশোধন করে ডেক অফিসার ক্লাস-৪/মেরিন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার ক্লাস-৪ যোগ্যতা সনদসহ ন্যূনতম ০১ বৎসরের চাকুরি অথবা কোন স্বীকৃত পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএসহ মেকানিক্যাল/ ইলেক্ট্রিক্যাল/ ইন্সট্রুমেন্টেশন/মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেক্ট বিষয়ে ন্যূনতম ০৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকার বিষয়টি সংশোধন করে নতুন খসড়া নিয়োগ বিধিমালাতে শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি থাকার বিষয়টি তুলে ধরেন। এ সম্পর্কে সভাপতি বলেন, যেহেতু পরিদর্শকগণ নৌযান পরিদর্শনসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য	নৌপরিবহন অধিদপ্তরের পরিদর্শক পদে সাধারণ শিক্ষায় ডিগ্রিপ্রাপ্তদের পাশাপাশি পলিটেকনিক হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রাপ্ত/কারিগরি বিষয়ে ডিগ্রি প্রাপ্তদের চাকুরিতে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত রেখে নিয়োগ বিধি সংশোধন করতে হবে।



ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিদর্শন করে থাকেন সেহেতু এখানে কারিগরি বিষয়ে ডিগ্রি প্রাপ্তগণের প্রয়োজন রয়েছে। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের বাদ দেওয়া যাবে না। সাধারণ শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রিধারীগণের পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষায় ডিগ্রি প্রাপ্তদেরও পরিদর্শক পদে নিয়োগের পথ উন্মুক্ত রাখা উচিত।	
১০।	সভাপতি আরো জানান যে, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড এর যে কোনো পদে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা লক্ষ রাখতে হবে যেন ফিডার পদে যারা আছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম যেন স্নাতক ডিগ্রি হয়। স্নাতক ডিগ্রি ব্যতীত ৯ম গ্রেড এর কোন পদে পদোন্নতি প্রদান করা যৌক্তিক হবে না। তিনি জানান, অনেকেই বিভিন্ন পদ হতে পদোন্নতি পেয়ে ফিডার পদে আসেন, আবার অনেকে সরাসরি উক্ত পদে চাকুরিতে প্রবেশ করেন, তাই ফিডার পদে সবার শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিন্ন থাকে না। অনেকের অপরিপূর্ণ শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে ৯ম গ্রেডে পদোন্নতি পেয়ে দাপ্তরিক কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। তাই ৯ম গ্রেডে পদোন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ফিডার পদে যারা নিয়োজিত তাদের অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক রাখতে হবে।	নৌপরিবহন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের ৯ম গ্রেডে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ফিডার পদে যারা নিয়োজিত আছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কর্মক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে উল্লেখ করে নিয়োগ বিধি সংশোধন করতে হবে।
১১।	অধিদপ্তরের কো-অর্ডিনেটর, পরিদর্শক, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী শিপিং মাস্টার, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট ইত্যাদি পদে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে কোন কোন ফিডার পদ হতে উল্লিখিত পদে পদোন্নতি প্রদান করা হবে সেসকল পদগুলো সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সভায় বর্ণনা প্রদান করেন। সভাপতি সভায় জানান, উচ্চতর পদে পদোন্নতির যোগ্য ফিডার পদের বিপরীতে বেতন গ্রেড উল্লেখ থাকা উচিত। কে কোন গ্রেড হতে কোন গ্রেডে পদোন্নতি পাবেন তা ফলে সহজে বোধগম্য হবে।	নিয়োগ বিধিমালাতে উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফিডার পদের নামের সাথে সাথে বেতন গ্রেড সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন করতে হবে।
১২।	সভায় শিপিং মাস্টার জনাব জাকির হোসেন জানান, সহকারী শিপিং মাস্টার পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ফিডার পদে হেড ক্লার্ক, টেলেক্স অপারেটরদের রাখা উচিত হবে না। তাদের কাজের সাথে সহকারী শিপিং মাস্টারের কাজের কোন সম্পর্ক নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি কর্তৃক জানতে চাওয়া হয় যে, কী কী পদ সহকারী শিপিং মাস্টার পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত। শিপিং মাস্টার জানান, সুপারিনটেনডেন্ট, উচ্চমান সহকারীগণ এ পদে বেশ ভাল করবেন। সহকারী শিপিং মাস্টারের কাজের সাথে তাদের কাজের সম্পর্ক রয়েছে। অতঃপর সভাপতি জানান, হেড ক্লার্ক ও টেলেক্স অপারেটর ব্যতীত অন্যান্য পদের প্রায় সবাই এ পদে পদোন্নতি পেতে পারেন।	সহকারী শিপিং মাস্টার পদে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে ফিডার পদে হেড ক্লার্ক ও টেলেক্স অপারেটর পদ বাদ দিয়ে নিয়োগ বিধি সংশোধন করতে হবে। এছাড়া, অন্যান্য পদগুলো ফিডার পদে অপরিবর্তিত থাকবে।
১৩।	সভায় নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জানান, পরিচ্ছন্নকর্মী, প্রসেস সার্ভার পদগুলোতে যারা আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ পান তারা ভালো সার্ভিস প্রদান করেন। তাই এ পদগুলো স্থায়ীভাবে নিয়োগ না দিয়ে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতেই নিয়োগ করা উচিত হবে।	পরিচ্ছন্নকর্মী, প্রসেস সার্ভার পদগুলো আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ করতে হবে। এ পদগুলো নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই।
১৪।	সভাপতি বলেন, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের কিছু পদের নামের সাথে গ্রেড-১/গ্রেড-২ উল্লেখ আছে যেমন 'ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার/ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার (গ্রেড-২)। উক্ত পদের নামের গ্রেড ও জাতীয় বেতনস্কেল এর গ্রেড যেন একীভূত হয়ে না যায় সে দিকে লক্ষ রেখে নিয়োগ বিধি সংশোধন করতে হবে। পদের নামের গ্রেড ও জাতীয় বেতনস্কেল এর গ্রেড এর বিষয়টি সংশোধিত খসড়া নিয়োগ বিধিমালাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যাতে করে ভবিষ্যতে পদের নামের গ্রেড ও জাতীয় বেতন গ্রেড দুটি নিয়ে কোন প্রকার অস্পষ্টতা দেখা না দেয়।	যেসকল পদের নামের শেষে গ্রেড-১/ গ্রেড-২ উল্লেখ রয়েছে সেসকল ক্ষেত্রে পদের নামের গ্রেড ও জাতীয় বেতনস্কেল গ্রেড এর বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে সংশোধিত খসড়া নিয়োগ বিধিমালাতে উল্লেখ করতে হবে।
১৫।	নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, নৌপরিবহন অধিদপ্তরে প্রসিকিউটিং অফিসার, সহকারী পরিচালক, প্রধান পরিদর্শকসহ বেশ কিছু পদ আপগ্রেড করা উচিত ও বেতন স্কেল পুনঃনির্ধারণ করা উচিত। মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে অনেক আগেই প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, সেই সাথে	নৌপরিবহন অধিদপ্তরের পদ আপগ্রেড/ বেতনস্কেল উন্নীতকরণ ও অর্গানোগ্রাম সংশোধনের প্রস্তাব চলমান নিয়োগ বিধিমালায় কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর



ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	নৌপরিবহন অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামটিও সংশোধন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। সভাপতি জানান, নিয়োগ বিধির কার্যক্রম চলমান থাকাকালীন পদ আপগ্রেড/বেতনস্কেল উন্নীতকরণ ও অর্গানোগ্রাম এর কাজ একসাথে করা সঠিক হবে না। নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ হলে মন্ত্রণালয়ে নতুন করে পদ আপগ্রেড/বেতনস্কেল উন্নীতকরণ ও অর্গানোগ্রাম সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করা উচিত।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে পুনরায় নতুন করে এ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-  
তারিখ: ১৩-০৬-২০২৩  
মোঃ মোস্তফা কামাল  
সচিব  
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নং-১৮.০০.০০০০.০২৪.১১.০০৪.২২-

৯/৬

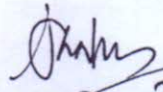
তারিখ: ১৪-০৬-২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

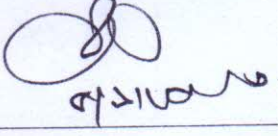
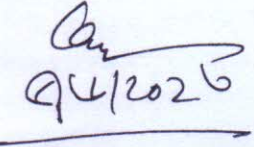
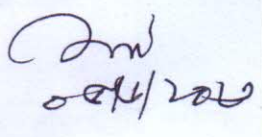
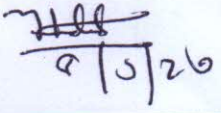
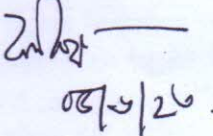
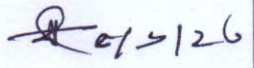
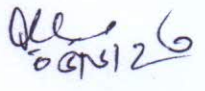
- ১। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম।
- ৩। শিপিং মাস্টার, সরকারি শিপিং অফিস, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৪। যুগ্মসচিব (জাহাজ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

  
সৈয়দ আলী আহসান  
উপসচিব  
ফোন : ২২৩৩৮০৭৮৬  
ds.ship@mos.gov.bd

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৫-০৬-২০২৩ খ্রি. তারিখ দুপুর ০২.৩০ ঘটিকায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (কক্ষ নং-৮০৮, ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর:-

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা	কর্মকর্তার মোবাইল নাম্বার ও ইমেইল ঠিকানা	কর্মকর্তার স্বাক্ষর
১.	স্বাক্ষর: জুবায়ের হান্নান অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন	০১৭২৫৩৭৫৬	
২.	স্বাক্ষর: রাসম চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন	০২৭২২৬০২২২০	
৩.	স্বাক্ষর: শেখ মাহীউজ্জামান উদ্দিন, এম.পি. অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন	০১৭২২০৭৭০১৮	
৪.	স্বাক্ষর: মাহমুদ হামতুল্লাহ সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন	০১৫৫২৫৩৭৪৪২	
৫.	স্বাক্ষর: জাহাঙ্গীর মাহমুদ প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রা.ম.৩	০১৭৩০৪৫৬১৪৪	
৬.	স্বাক্ষর: মোঃ আব্দুল হক সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন	০১৭৫৩০৪০৩৭৫	
৭.	স্বাক্ষর: মোঃ আব্দুল হক সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন	০১৭১১০৭৩৫১৭৬	
৮.	স্বাক্ষর: মোঃ আব্দুল হক সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন	০১৭৫৭৭৬৫৩৭৬	